জলউৎস

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

১.
মেঘভাঙা শ্রাবণের ভেতর জেগে উঠেছে
জলউৎসব। চারিদিক সপসপে। কারা
সমবেত গান গেয়ে উঠছে ক্লাবের ঘরে।
বিদ্যুৎহীন প্রায়ান্ধকার জগতের ভেতর
একটা নতুন বসন্ত আসতে গিয়ে আটকে
পড়েছে রাস্তায়। একদল কিশোরীর বুক
ছুঁয়ে গেল গলিতে জমে ওঠা তীব্র স্রোত।
আজ আমাদের আনন্দ। আজ জলউৎসব।

২.
বাঙালির ঘরে ঘরে আজ শ্রাবণ এসেছে।
আর সব দমি, খেতে ফসল মুখ তুলে
কী বলতে চাইছে চাষিদের? আনন্দ না
দুর্দিনের কথা। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
কদ দামে বিকোতে পারে জলে ডোবা
পটল, ঝিঙে, বেগুন আর লঙ্কারা। ইস
কী চড়া লাগছে চারদিক। ভিজে
সপসপে হওয়া দিনে এত উত্তাপ কেন।

৯.
হিমেল রাতের বুকে কারা যেন চপার বসিয়ে দেয়।
আমি ভয়ে হিম হয়ে থাকি। অস্বচ্ছ চাঁদজ্যোৎস্না
পান করতে গিয়ে বারবার পিছিয়ে আসি।
কারা সব প্রকৃতি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন।
আমাদের প্রতিকারের ভাষা, আমাদের জোটবদ্ধতার
ভাষা নেতা ও আমলারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।
হৃদয়ের কথারা সব চুপি চুপি চুপ। শুধু প্রেম
বেঁচে আছে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ভ্রূণের ভেতর।

১৩.
বঙ্গে বসন্ত এল। গাছে গাছে পিরিতি ফুল
ফুটেছে। আমি অনন্ত অপেক্ষায় থাকি
রঙেদের। শিমুল পলাশের অপেক্ষায়
থাকি। পাঁচটা ঋতু পেরিয়ে যাই অনন্ত
কাল ধরে। হৃদয় বসন্ত এল। উৎসব এল
না কোনোদিন। বিপরীত কোনো সত্ত্বা
নেই। রং নেই। শিমুল পলাশ নেই শরীরে।

১৬.
ঘুমের দেশের থেকে চিঠি এল নীলখামে। আমি
তো চিরজাগরণে। সহস্র বছর ধরে থেকে নেই।
আমার জগৎ জুরে উষ্ণতা বেড়ে গেছে খুব।
বৃষ্টি নেই বহুকলা। বসন্ত হারিয়েছে তার রং।
ঘুমের দেশের থেকে চিঠি – আমি তার কী উত্তর
দেবো বিধাতা! ঘুম ও ঘুমে জড়িয়ে আসা এ
শরীর নক্ষত্রের আলো চায়। সপ্তর্ষিমন্ডলে জড়িয়ে
থাকতে চায়। দীর্ঘবাতাসে এসে আমাকে জড়িয়ে দিক।